ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 119 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১৯ ● কলকাতা ● ২০ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● সোমবার ● ০৪ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 278

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এই জঙ্গলেই থেকে যাওয়ার ভয়, মরে যাওয়ার ভয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি ঐ জলপ্রপাতকে পড়তে দেখতাম।

অনেক বার গুরুদেব অনেকদিন পর্যন্ত ধ্যানেই থাকতেন। আমি গুহার সাফ-সাফাই করা, শুকনো কাঠে ভেঙ্গে একত্র করা, ফল পেড়ে রাখা, আশেপাশের জায়গা পরিষ্কার রাখা, আগুন সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রাখা -

ক্রমশঃ

ফলতায় পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্ক্রুটিনির পর নির্বাচন কমিশনের দিল্লি দফতরে সেই সংক্রান্ত প্রস্তাব পৌঁছেছে। তবে শনিবার রাত পর্যন্ত কমিশন এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। মাঝে মাত্র এক দিন। সে ক্ষেত্রে ওই বিধানসভার ভোটগণনা আদৌ হবে তো? এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, ফলতায় প্রায় ৩০টি বুথে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব গিয়েছে কমিশনের কাছে। একসঙ্গে এত সংখ্যক বুথ বলেই ফলতা বিধানসভার ভোটগণনা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।সোমবার যন্ত্রবন্দি মানুষের রায় গোনার কাজ শুরু হবে সকাল ৮টা থেকে। কখনও-সখনও কোনও কেন্দ্রের গণনা শেষ হতে রাতও পেরিয়ে যায়। গণনার শুরুতেই পোস্টাল ব্যালট গোনা হয়। তার পরে হয় ইভিএমের ভোটগণনা। কোথাও পোস্টাল ব্যালট না থাকলে সেখানে ইভিএম গণনা হবে। গণনা শুরুর চার ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ, দুপুর ১২টার মধ্যেই ভোটের ফলের প্রাথমিক ধারণা আসতে শুরু করে। অর্থাৎ ওই সময়ের

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কালীঘাট থানার ওসি আবার বদল!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কালীঘাট থানার ওসি-কে ফের বদলে দেওয়া হল। গৌতম দাসকে সরিয়ে চামেলি মুখোপাধ্যায়কে ওই পদে নিয়োগ করা হয়েছিল শনিবারই। সেই নির্দেশিকা বাতিল করে এ বার কালীঘাটের ওসি করা হল বলাই বাগকে।গত ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। ৪ মে গণনার পর ভোটের ফল জানা যাবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি কালীঘাট থানারই অন্তর্গত। ভোটগণনার আগে একাধিক বার সেই থানার ওসি বদলে দেওয়া হচ্ছে।কালীঘাট থানার ওসি-কে ফের বদলে দেওয়া হল। গৌতম দাসকে সরিয়ে চামেলি মুখোপাধ্যায়কে ওই পদে নিয়োগ করা হয়েছিল শনিবারই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই নির্দেশিকা বাতিল করে এ বার কালীঘাটের ওসি করা হল বলাই বাগকে। কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের পোলেরহাট থানার অতিরিক্ত ওসি ছিলেন বলাই। তাঁকে কলকাতা দক্ষিণ বিভাগে কালীঘাট থানার ওসি করা হয়েছে। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

এই নিয়ে গত ৩৬ দিনে চার বার কালীঘাট থানার ওসি বদল করা হল। ভোটঘোষণার পর থেকে নির্বাচন কমিশন কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশে একাধিক রদবদল করেছিল। সেই পর্বে গত ২৯ মার্চ প্রথম বার বদলানো হয় কালীঘাটের ওসি। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উৎপল ঘোষকে এই পদে আনা হয়েছিল। সেই নিয়োগের এক মাসের মধ্যেই উৎপলকে সরিয়ে দেয় কমিশন। ২৫ এপ্রিল কালীঘাটের নতুন ওসি করা হয় গৌতম দাসকে। তিনি কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে ছিলেন। এর পর ২ মে শনিবার গৌতমকে সাসপেন্ড করে লালবাজার। তাঁর জায়গায় কালীঘাটের ওসি করা হয় চামেলিকে। তিনি উল্টোডাঙা মহিলা থানার ওসি ছিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হল। এ বার ভাঙড়ের পোলেরহাট থানা থেকে কালীঘাটে আনা হল বলাইকে।

সমাজমাধ্যমে একটি বিতর্কিত পোস্ট করে গৌতমকে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে। শুক্রবার রাতে ওই ছবিকে 'আপত্তিকর' বলে দাবি করে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তৃণমূল। তাদের তরফে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, একটি অত্যাধুনিক বন্দুক হাতে থানায় নিজের চেয়ারে বসে রয়েছেন গৌতম। তার পরনে পুলিশের উর্দি (যদিও এই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম)। তৃণমূলের দাবি,গৌতম নিজেই ফেসবুক এবং হোয়াট্সঅ্যাপ স্টেটাসে সেই ছবি পোস্ট করেন।

গৌতমের বিতর্কিত ছবিটির বিরোধিতা করে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ অগ্রবাল এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দকে চিঠি লিখেছিল তৃণমূল। দাবি, ছবির সঙ্গে গৌতম লিখেছিলেন, 'নতুন দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত'। পরে সেই পোস্ট মুছে ফেলা হয়েছে বলে দাবি। গৌতমকে কেন সরানো হল বা নিলম্বিত করা হল, আনুষ্ঠানিক ভাবে তা জানানো হয়নি। তবে লালবাজার সূত্রে দাবি, বন্দুক-কাণ্ডের জেরেই এই পদক্ষেপ।

অফিসারদের আচরণ নিয়েই অভিযোগ ফলতায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শাস্তির মুখে পড়তে পারেন কমিশনের একগুচ্ছ আধিকারিক ও কর্মীরা! ফলতায় গোটা বিধানসভা এলাকাতেই পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করেছে কমিশন, যা নজিরবিহীন বলেই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু এতে কমিশনের সমালোচনাও কম হচ্ছে না। এতকিছুর পরও একটি, দুটি নয়, গোটা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন কেন করতে হল, প্রশ্ন অনেকেরই।স্ক্রুটিনি হল, অথচ সেখানে বিজেপিকে ডাকা হয়নি বলে ওই পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তি হতে পারে এইসব কর্তাদের। শাস্তি হিসেবে সাসপেনসন থেকে শুরু করে চাকরিও যেতে পারে।দিল্লিতে পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী, অন্তত তেমনটাই মনে করা হচ্ছে। নিজেদের অফিসারদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করা হয়েছে। ফলতায় ভোটের দিন প্রিসাইডিং অফিসার, রিটার্নিং অফিসার এমনকী সাধারণ পর্যবেক্ষকের আচরণ নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে রিপোর্টে। প্রথমত প্রশ্ন উঠেছে, প্রিসাইডিং অফিসার কীভাবে লিখতে পারেন যে ব্ল্যাক টেপ ছিল, সেটা সরানো হয়েছে এবং তারপর ভালোভাবেই ভোট মিটেছে। তাহলে বেলা ১টা পর্যন্ত কেন তিনি রিপোর্ট দিলেন না।

দ্বিতীয়ত, প্রায় ৪০-টির বেশি বুথে এই ধরণের অভিযোগ আসার পরও রিটার্নিং অফিসার ও সাধারণ পর্যবেক্ষক কোনও রিপোল নেই, এটা লিখে ফর্ম ১৭সি জমা দিলেন কেন, সেই প্রশ্নও উঠেছে। এছাড়াও কমিশনের নজরে রয়েছেন সাধারণ পর্যবেক্ষকও। বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত আসছেন শুনেও তিনি অপেক্ষা না করেই চলে যান।

(১ম পাতার পর)

ফলতায় পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিল কমিশন

মধ্যেই কয়েক রাউন্ডের গণনা শেষ হয়।শুক্রবার কমিশন জানায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুই বিধানসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার এবং মগরাহাট পশ্চিমের মোট ১৫টি বুথে পুনর্নির্বাচন করা হবে। শনিবার সেই মতো পুনর্নির্বাচন হয় দুই বিধানসভা কেন্দ্রে। তবে ফলতায় আদৌ পুনর্নির্বাচন হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত এখনও জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, ৩০টি বুথে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব রয়েছে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দিল্লির নির্বাচন সদন। ওই ৩০টি বুথে কমপক্ষে ৩০ হাজার ভোটার রয়েছেন। কমিশন সূত্রে দাবি, এই রকম পরিস্থিতিতে দু'টি বিকল্প রয়েছে। এক, সংশ্লিষ্ট বিধানসভার ভোটগণনা স্থগিত করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ফলতার পুনর্নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলে থাকলে ওই বিধানসভা ভোটগ্রহণ সোমবার না-ও হতে পারে। সোমবারের পর ওই বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে পুনর্নির্বাচন করাবে কমিশন। সে ক্ষেত্রে ২৯৩টি আসনের ভোটগণনা হবে সোমবার। আর দুই, কমিশন পুনর্নির্বাচনের পথে না-ও হাঁটতে পারে। কমিশন সূত্রে খবর, ফলতায় পুনর্নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে রবিবার। তার পরেই স্পষ্ট হবে সোমবার ফলতা-সহ ২৯৪টি আসনে ভোটগণনা হবে, নাকি ফলতা বাদে গণনা। পুরোটাই নির্ভর করছে কমিশনের সিদ্ধান্তের উপর।

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে থেকেই সংবাদের শিরোনামে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা বনাম ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের মধ্যে 'ঠান্ডা লড়াই' শুরু হয়। ভোটের দিন ওই ফলতাতেই ইভিএম কারচুপির অভিযোগ ওঠে। একই সঙ্গে পুনর্নির্বাচন চেয়ে আবেদনও যায় কমিশনের কাছে। কোন বুথে পুনর্নির্বাচন হবে, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্ক্রুটিনি করে কমিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে থেকেই বেশি বুথে পুনর্নির্বাচনের আবেদন জমা পড়েছিল। সেই তালিকায় ছিল ফলতাও। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশে ফলতা, মগরাহাট, ডায়মন্ড হারবার-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে যান কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পুনর্নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠান সুব্রত। সূত্রের খবর, সেই রিপোর্টে বিশেষ করে উল্লেখ ছিল ফলতার নাম। কমিশনের কাছে পাঠানো প্রস্তাবে সুব্রত জানান, ফলতার প্রায় ৩০টি বুথে পুনর্নির্বাচন করানো হোক। কেন তিনি পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সূত্রের খবর, ফলতায় পুনর্নির্বাচন সংক্রান্ত স্ক্রুটিনিতে চাঞ্চল্যকর তথ্য ধরা পড়েছে। ফলতার একাধিক বুথে নাকি ক্যামেরাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল! নেটওয়ার্কের কারণে কন্ট্রোল রুমে সেই তথ্য আসেনি। তা ছাড়া বেশ কয়েকটি বুথে ইভিএমে টেপ লাগিয়ে বিভিন্ন দলের প্রতীক ঢেকে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ভোটের দিন প্রিসাইডিং অফিসার দুপুর ১টায় জানান, টেপ তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তত ক্ষণে ওই বুথগুলিতে প্রায় ৫৮ শতাংশ ভোট পড়ে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ফলে ওই বুথগুলির ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাই এই বুথগুলিতে পুনর্নির্বাচনের প্রস্তাব দেওয়া হয় কমিশনকে। তবে এ ব্যাপারে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সূত্রের খবর, রবিবার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ভোটের পরেও বার বার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ফলতা। শুক্রবার সূত্রপাত। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় ফলতায়। বিজেপি কর্মীদের উপর মারধরের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ফলতার হাশিমনগর। শনিবারও ওই একই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। হাশিমনগর এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ তথা বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। তার প্রতিবাদ করায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের নেতৃত্বে কিছু লোকজন হামলা চালিয়েছেন। বিজেপির কর্মী এবং সমর্থকদের মারধর করা হয়েছে। শুক্র, শনিবার— দু'দিন জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধেরা। পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলেন তাঁরা। একই সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান এবং তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' কয়েক জন নেতার গ্রেফতারির দাবিও উঠেছে। এ অবস্থায় হুমকি দেওয়া এবং ভয় দেখানোর অভিযোগে জাহাঙ্গিরের 'ঘনিষ্ঠ'দের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিল কমিশন। ইসরাফুল এবং অপর এক জাহাঙ্গির-ঘনিষ্ঠ সুজাদ্দিন শেখের নামোল্লেখ করে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের সহযোগীদের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। স্থানীয় পুলিশকে ফলতার আইনশৃঙ্খলার উপর নজর রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ভোটগণনার জন্য অতিরিক্ত গণনা পর্যবেক্ষক (কাউন্টিং অবজ়ার্ভার) নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। নিয়োগ করা হচ্ছে আরও পুলিশ পর্যবেক্ষকও। সব মিলিয়ে মোট ২৪২ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, ওই পর্যবেক্ষকদের কাজ হবে গণনা প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা। তা ছাড়া গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণের জন্য পুলিশ পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছে।

রাজ্যের প্রতিটি গণনাকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ কমিশন। সেই কারণে প্রতি কেন্দ্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। আপাতত পশ্চিমবঙ্গবাসীর রায় যন্ত্রবন্দি অবস্থায় রয়েছে স্ট্রংরুমে। সোমবার সেই স্ট্রংরুম থেকে ইভিএম, ভিভিপ্যাট নিয়ে আসা হবে গণনাকেন্দ্রে। তার পরেই ওই ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিটের সিল এবং ট্যাগ ঠিক আছে কি না, তা পরীক্ষা করা হবে। তার পরে প্রার্থী বা তাঁর এজেন্টদের সামনে গণনা-টেবিলে তা খোলা হবে। সাধারণত একটি গণনাকেন্দ্রে ১৪টি টেবিল থাকে। প্রত্যেক বার ১৪টি টেবিলে গণনা সম্পন্ন হলে এক রাউন্ড হয়। গণনা চলে কয়েক রাউন্ড ধরে। কোথাও কোথাও আবার ২০ রাউন্ডের বেশি গণনা হয়।

প্রত্যেক গণনাকেন্দ্রই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে ঢাকা থাকবে। মূলত কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থাকবে গণনাকেন্দ্রগুলি। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে রাজ্য পুলিশও। গণনার দিন কেন্দ্রগুলিতে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করেছে কমিশন। প্রয়োজনে সেই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি স্ট্রংরুম পাহারা দেওয়ার জন্য ন্যূনতম ২৪ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, বৈধ আইডি কার্ড ছাড়া গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না কেউই। ওই আইডি কার্ডে এ বার বিশেষ ব্যবস্থা করেছে কমিশন। প্রতিটি কার্ডে থাকছে কিউআর কোড। গণনাকক্ষে ঢোকার মুখে ওই কিউআর কোড স্ক্যান করে প্রত্যেককে ভিতরে ঢুকতে হবে। তবে তার আগে প্রত্যেকের আইডি কার্ড আরও দু'বার পরীক্ষা করবেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। গণনার সময় গণনাকক্ষে শুধু থাকতে পারবেন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং স্টাফ, টেকনিক্যাল স্টাফ, কাউন্টিং সুপারভাইজ়ার, কমিশনের অনুমোদিত ব্যক্তি ও অবজ়ার্ভার, দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, প্রার্থী বা তাঁদের এজেন্ট।

সম্পাদকীয়

গণনাকর্মীদের মোবাইল নম্বর প্রকাশিত হলে কড়া পদক্ষেপ

ভোটগণনা কর্মীদের মোবাইল নম্বর কোনও ভাবেই প্রকাশ করা যাবে না।সোমবার পশ্চিমবঙ্গের ২৯৩টি (ফলতা ব্যতীত) আসনে ভোট গণনা হবে। ভোট গণনায় সাহায্য করার জন্য গণনা পর্যবেক্ষক (কাউন্টিং অবজার্ভার) নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, ওই পর্যবেক্ষকদের কাজ হবে গণনা প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা। তা ছাড়া গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণের জন্য পুলিশ পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছে।নম্বর প্রকাশ পেলেই পদক্ষেপ করা হবে। জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও)-দের জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দফতর সূত্রে খবর, নিয়ম অনুযায়ী ভোট গণনাকক্ষের ভিতরে পর্যবেক্ষক এবং রিটার্নিং অফিসার মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকতে পারবেন। এ ছাড়া অন্য কেউ গণনাকক্ষের ভিতরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। তার পরেও গণনায় উপস্থিত কোনও কর্মীর মোবাইল নম্বর যাতে প্রকাশিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে চাইছে কমিশন।

ফর্ম-১৭সি-টু-তে ফলাফল লেখা হবে। সেটা 'কাউন্টিং সুপারভাইজ়র' প্রস্তুত করবেন। কাউন্টিং এজেন্টরা উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁরা সই করবেন। প্রতিটি টেবিলে উপস্থিত মাইক্রো অবজ়ার্ভারকে আলাদা করে ফলাফল লিখে রাখতে হবে।

প্রতিটি গণনাকেন্দ্রের জন্য এক জন করে পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। সব মিলিয়ে মোট ৭৭ জন পুলিশ পর্যবেক্ষককে নিয়োগ করা হচ্ছে। তাঁদের কাজ গণনাকেন্দ্রের আশেপাশে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা দেখা। কমিশন জানিয়েছে, কোনও অবস্থাতেই পুলিশ পর্যবেক্ষকেরা গণনাকক্ষের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাঁরা অন্যান্য নির্বাচনী কর্মীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(উনিশতম পর্ব)

ইতিহাসের পাতা বলে রসায়নাচার্য নাগার্জুন তিব্বত থেকে বৌদ্ধ দেবী তারা সাধনপদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন ।পালযুগেই এই ধর্ম বিকাশ পায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দেবী হিন্দু ধর্মের উত্থানে হিন্দু দেবীতে পরিণত হয় ।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের কাশ্যপ গোত্র কাশ্যপ মুনির বংশধর ছিলেন বামদেব ছিলেন উনিশ শতকের অপার প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক ।তন্ত্রের মননে আজ তিনি ঐ শতকের বার্তা । অল্প বয়সেই তাঁর গৃহত্যাগ এবং কৈলাসপতি বাবার হাত ধরেই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভোটগণনার আগে উত্তপ্ত নোয়াপাড়া!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবার রাতে নোয়াপাড়ার গারুলিয়ায় বিজেপি নেতা কুন্দন সিংহের বাড়ি লক্ষ্য করে পর পর দু'রাউন্ড গুলি চলল। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলআশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজও (যদিও সেই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম) ছড়িয়ে পড়েছে।বিজেপির অভিযোগ, ভোটের গণনার আগে এলাকায় ভয়ের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা করছে তৃণমূল। নোয়াপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের সঙ্গে আততায়ীদের যোগ রয়েছে বলে দাবি বিজেপির। যদিও বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। তৃণাঙ্কুরের দাবি, তিনি দুষ্কৃতীদের চেনেন না। এ-ও জানান, ঘটনার সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত থাকুন না কেন, সকলকে গ্রেফতার করে আইন মেনে শাস্তি দেওয়া হবে। জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সোমমনাথ শ্যামের দাবি, এই হামলা পরিকল্পনা করেছে বিজেপি নিজেরাই। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, শনিবার রাতে বাইকে চেপে আসেন দু'জন। বাইকটি থামে কুন্দনের বাড়ির সামনে। বাইকের পিছনে বসা যুবক নেমে বাড়ি লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালান। তার পরেই বাইকে চেপে চম্পট দেয় দু'জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার রাত থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক কুন্দনের দাবি, ''কেন

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এ বিষয়ে নতুন গবেষণা একমাত্র বাঙালি শক্তিকেন্দ্র গঠনের ফলেই সম্ভব হতে পারে। বর্তমানে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য – এ দুই দৈত্যের চাপে হরপ্পা সভ্যতার মাতৃকা উপাসক ধর্মের প্রকৃত চরিত্রটি অন্তরালে চলে গেছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলকাতার আরজি স্টোনস ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হাসপাতাল হর্সশু কিডনিতে জটিল পিইউজে প্রতিবন্ধকতার সফল চিকিৎসা সম্পন্ন করেছে, যা রোগীর চমৎকার আরোগ্য নিশ্চিত করেছে

কলকাতা, এপ্রিল 2026: অস্ত্রোপচারের সূক্ষ্মতার এক অসাধারণ প্রদর্শনীতে, কলকাতার আরজি স্টোনস ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হাসপাতাল, গুরুতর হাইড্রোনেফ্রোসিস সহ একটি হর্সশু কিডনিতে পিইউজে (পেলভি-ইউরেটেরিক জংশন) প্রতিবন্ধকতার একটি জটিল কেস সফলভাবে সামাল দিয়েছে, রোগীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেছে এবং আরও জটিলতা প্রতিরোধ করেছে। এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেন ইউরোলজির কনসালটেন্ট ডাঃ জিশান রহমান এবং একটি দক্ষ ওটি (অপারেশন থিয়েটার) টীম, যার ফলে এই কঠিন শারীরিক অবস্থা সত্ত্বেও সফল ফলাফল অর্জিত হয়েছে।

রোগী তার বাম পাশের কোমরে ক্রমাগত ব্যথা নিয়ে এসেছিলেন। ক্লিনিক্যাল মূল্যায়ন এবং এনসিসিটি কেইউবি পরীক্ষায় হর্সশু কিডনির বাম অংশে গুরুতর হাইড্রোনেফ্রোসিস ধরা পড়ে, যা কিডনির বিকৃত গঠনের সাথে সম্পর্কিত একটি বিরল জন্মগত অবস্থা। পরবর্তী অনুসন্ধানে একটি ক্রসিং ভেসেল শনাক্ত হয় যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল, ফলে কেসটি অস্ত্রোপচারের জন্য অত্যন্ত কঠিন এবং সুনির্দিষ্ট হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কলকাতার আরজি স্টোনস ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের কনসালটেন্ট ডাঃ জিশান রহমান বলেন, "অশ্বখুরাকৃতি কিডনির পরিবর্তিত গঠন এবং রক্তনালীর ভিন্নতার কারণে পিইউজে প্রতিবন্ধকতা ব্যবস্থাপনার জন্য সতর্ক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। এই ক্ষেত্রে, দীর্ঘমেয়াদী কিডনির কার্যকারিতা এবং রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবন্ধকতা দূর করার পাশাপাশি ক্রসিং ভেসেলটি অক্ষত রাখা অপরিহার্য ছিল।"

রোগীর জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার অধীনে ডিজে স্টেন্টিং সহ ল্যাপারোস্কোপিক পাইলোপ্লাস্টি করা হয়। কেসটির জটিলতা সত্ত্বেও, ন্যূনতম আক্রমণাত্মক পদ্ধতিটি সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়, যা ক্রসিং ভেসেলটি অক্ষত রেখে প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি দেয়। অস্ত্রোপচারটি কোনো জটিলতা ছাড়াই সম্পন্ন হয়, যা উন্নত ল্যাপারোস্কোপিক দক্ষতার প্রমাণ দেয়।

ডাঃ জিশান রহমান আরও বলেন, "ন্যূনতম আক্রমণাত্মক কৌশলগুলো আমাদের জটিল ইউরোলজিক্যাল সমস্যাগুলোও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে, যা দ্রুত আরোগ্য লাভ এবং অস্ত্রোপচার-পরবর্তী অস্বস্তি হ্রাস নিশ্চিত করে। নির্ভুল সম্পাদনের মাধ্যমে, আমরা এই চ্যালেঞ্জিং কেসটিতে একটি সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।"

অস্ত্রোপচারের পর, রোগী চমৎকারভাবে সেরে ওঠেন এবং অস্ত্রোপচারের তৃতীয় দিনে স্থিতিশীল অবস্থায়, উপসর্গ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে মুক্তি পেয়ে তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

এই কেসটি কলকাতার আরজি স্টোনস ইউরোলজি অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি হাসপাতালের, উন্নত ন্যূনতম আক্রমণাত্মক কৌশল ব্যবহার করে বিরল এবং জটিল ইউরোলজিক্যাল অবস্থা ব্যবস্থাপনার দক্ষতাকে তুলে ধরে। ক্রসিং ভেসেলটির সফল সংরক্ষণ এবং প্রতিবন্ধকতার কার্যকর সমাধান, ক্লিনিকাল উৎকর্ষ এবং রোগী-কেন্দ্রিক যত্নের প্রতি হাসপাতালটির অঙ্গীকারকে প্রমাণ করে।

আন্তর্জাতিক সূর্য দিবসে 'রান ফর সান' ম্যারাথনের আয়োজন করল কেন্দ্রীয় নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রক

নতুন দিল্লি, ৩ মে ২০২৬

আন্তর্জাতিক সূর্য দিবস, ৩রা মে ২০২৬ উপলক্ষে, নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রক (এমএনআরই) 'রান ফর সান' ম্যারাথনের আয়োজন করে। এটি ছিল সেই 'সৌর শক্তি'-র প্রতি এক শ্রদ্ধার্ঘ্য, যা লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি ও জীবনে আলোর সঞ্চার করেছে এবং আগামী বহু প্রজন্ম ধরে তা অব্যাহত রাখবে।

এই আয়োজনের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি স্থাপিত সৌরশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা এবং 'পিএম সূর্য ঘর: মুফৎ বিজলি যোজনা' (পিএম-এসজিএমবিওয়াই)-এর অধীনে সাধিত যুগান্তকারী অগ্রগতির উদযাপন করা হয়। এই যোজনার আওতায় ৩০ লক্ষ সোলার রুফটপ স্থাপন করা হয়েছে; এর মধ্যে কেবল এপ্রিল ২০২৬ এই রেকর্ড সংখ্যক ২.৭ লক্ষ প্যানেল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশে ৪৫ লক্ষেরও বেশি পরিবার এই রুফটপ সোলার ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ায় জ্বালানি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ক্রমশ ঘনীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপটে, ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তি খাত - বিশেষ করে সৌরশক্তি - 'আত্মনির্ভরতা'-র ধারণাকে নিছক একটি আকাঙ্ক্ষা থেকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। চলতি বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত, ভারতের মোট সৌরশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৫০ গিগাওয়াটে; যা ২০১৪ সালের মাত্র ২.৮২ গিগাওয়াট থেকে ৫৩ গুণ বেশি - অর্থাৎ মাত্র ১২ বছরের ব্যবধানে এক বিশাল উল্লম্ফন। এই ১৫০ গিগাওয়াটের মধ্যে শেষ ৫০ গিগাওয়াট যুক্ত হয়েছে মাত্র ১৫ মাসের ব্যবধানে, যা আমাদের ইতিহাসে সৌরশক্তি সংযোজনের ক্ষেত্রে দ্রুততম নজির। বর্তমানে ভারতের মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৫০ শতাংশই আসে জীবাশ্ম-মুক্ত জ্বালানি উৎস থেকে। ২০৩০ সালের নির্ধারিত সময়সীমার অনেক আগেই এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায়, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হিসেবে ভারতের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এরপর ৬ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী ‘মন কি বাত’-এর ১৩৩ তম পর্বে তাঁর ভাষণের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

[সপ্তম পর্ব]

রিসার্চ-এর হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশনে আয়োজিত হয়। এই ক্যাম্পের শেষে টিম সিলেকশন টেষ্ট হয়। এখানে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ভারতের টিম নির্ধারণ করা হয়।

বন্ধুরা, প্রত্যেক বছর সারা দেশের প্রায় ৬ লক্ষ ছাত্রী এই Mathematical Olympiad Program এ অংশগ্রহণ করেন। সময়ের সঙ্গে এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে, অর্থাৎ দেশের মেয়েদের মধ্যে অলিম্পিয়াডের এই কালচার দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এই প্রতিভাবান মেয়েদের সাপোর্ট করার জন্য আমি তাদের অভিভাবকদের প্রশংসা করতে চাই।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমাদের দেশে এই সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযান চলছে যার সম্বন্ধে প্রত্যেক ভারতীয়র জানা উচিত। এটি হলো জনগণনার অভিযান,এটি পৃথিবীর সবথেকে বড় জনগণনা। বন্ধুরা যারা আগে এইরকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছেন, এইবারের জনগণনায় তাদের অভিজ্ঞতা আলাদা হতে চলেছে। জনগণনা ২০২৭ কে ডিজিটাল বানানো হয়েছে। সমস্ত তথ্য সরাসরি ডিজিটাল মাধ্যমে রেকর্ড করা হচ্ছে। যে সমস্ত কর্মচারী ঘরে ঘরে যাচ্ছেন তাদের কাছে মোবাইল অ্যাপ আছে। তারা আপনাদের সঙ্গে কথা বলে তাতেই ওই তথ্য রেকর্ড করবেন। বন্ধুরা, এইবার জনগণনায় আপনার অংশগ্রহণকে সহজ করা হয়েছে, আপনারা নিজেরাই নিজেদের তথ্য রেকর্ড করতে পারবেন। কর্মচারীদের আসার ১৫ দিন আগে থেকে আপনাদের জন্য এই সুবিধা শুরু হবে। আপনি আপনার সময় অনুযায়ী তথ্য ভরতে পারবেন। যখন আপনি এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবেন, তখন আপনার কাছে একটি বিশেষ আইডি আসবে। এই আইডি আপনার মোবাইল বা ইমেইলে আসবে। পরে যখন কর্মচারী আপনার ঘরে আসবে তখন আপনি সেই আইডি দেখিয়ে তথ্যগুলি নিশ্চিত করতে পারবেন। এতে তথ্য দ্বিতীয়বার দেওয়ার দরকার পড়বে না।এতে সময়ও বাঁচে এবং প্রক্রিয়া সহজ হয়ে যায়। বন্ধুরা, যেসব রাজ্যে স্ব-গননার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, সেখানে গণনা কর্মচারীদের দ্বারা বাড়ি চিহ্নিতকরনের কাজও শুরু হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ পরিবারের বাড়ি চিহ্নিতকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বন্ধুরা, দেশের জনগণনা শুধু সরকারি কাজ নয়। এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। আপনাদের অংশীদারী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত এবং গোপনীয় রাখা হয়, ডিজিটাল সুরক্ষার সাথে একে সুরক্ষিত করা হয়। আসুন আমরা সবাই মিলে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করি। জনগণনা ২০২৭ কে সফল বানাই।

বন্ধুরা, আমাদের দেশে খাওয়া-দাওয়ার পরম্পরা শুধু স্বাদ পর্যন্ত সীমিত নয়। এই পরম্পরার একটি আকর্ষণীয় অংশ হলো

ক্রমশঃ

(৪ পাতার পর)

ভোটগণনার আগে উত্তপ্ত নোয়াপাড়া!

আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল, তা জানি না। সিসিটিভি দেখে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে পেরেছি। ওরা তৃণমূলআশ্রিত দুষ্কৃতী। ওদের ছবি অনেক তৃণমূল নেতার সঙ্গে রয়েছে।'' নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহও সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে একই অভিযোগ করেছেন।

গুলিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুই অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়েছে। বাইকের চালকের আসনে ছিলেন আকাশ চৌধরি নামে এক যুবক। আর বাইকের পিছনে ছিলেন আমনদীপ চৌধরি। পুলিশ দু'জনকেই গ্রেফতার করেছে। রবিবারই তাঁদের আদালতে হাজির করিয়ে নিজেদের হেফাজতে চেয়েছে পুলিশ। যে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানো অভিযোগ, তা উদ্ধার করা হয়েছে। সেই বন্দুক থেকে গুলি চলেছে কি না, তা-ও পরীক্ষা করে দেখছেন তদন্তকারীরা।

(৫ পাতার পর)

আন্তর্জাতিক সূর্য দিবসে ‘রান ফর সান’ ম্যারাথনের আয়োজন করল কেন্দ্রীয় নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রক

নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত ‘রান ফর সান’ ম্যারাথনে ২ কিলোমিটার ও ৫ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। এতে সব বয়সের নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা যায় - যা ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি অভিযানের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান দায়বদ্ধতা ও মালিকানাবোধকেই প্রতিফলিত করে।

এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের সচিব শ্রী সন্তোষ কুমার সারেঙ্গি বলেন, ‘রান ফর সান’ কেবল একটি ম্যারাথন দৌড় নয়, বরং এটি একটি অধিকতর সুস্থায়ী ও আত্মনির্ভরশীল ভারতের অভিমুখে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ারই একটি পদক্ষেপ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে ভারত যখন এক আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করছে, তখন ‘পিএম সূর্য ঘর: মুফত বিজলি যোজনা’-র মাধ্যমে সৌরশক্তির প্রাপ্যতা সম্প্রসারণের ওপরই মূল মনোযোগ নিবদ্ধ রয়েছে - যার লক্ষ্য হলো পরিচ্ছন্ন শক্তির এই রূপান্তরের সুফল যেন প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়, তা নিশ্চিত করা।

বর্তমানে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতার বিচারে ভারত বিশ্বজুড়ে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। ‘রান ফর সান’ নামক এই আয়োজনটি ভারতের সৌরশক্তি যাত্রার গভীরতাকে তুলে ধরার একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে এবং এই গতিধারাকে কাজে লাগিয়ে সারা দেশে সৌরশক্তির ব্যবহার ও প্রসারণকে আরও ত্বরান্বিত করার সুযোগ তৈরি করেছে।

এই আয়োজনটি সৌরশক্তির অগ্রগতি সাধন এবং ‘পিএম সূর্য ঘর: মুফত বিজলি যোজনা’-র আওতায় নাগরিককেন্দ্রিক পরিচ্ছন্ন শক্তির রূপান্তরকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকারের একটি সম্মিলিত স্বীকৃতি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে - যেখানে এক একটি ছাদ, এক একটি পরিবার এবং একেকটি ‘সূর্য ঘর’-এর মাধ্যমে এই লক্ষ্য ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সিনেমার খবর

গর্ভধারণের সুখবর জানাতে ভিন্ন কায়দা বেছে নিলেন দুই অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো মা হওয়ার খবর খবর প্রকাশ করেছেন দুই ভারতীয় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন ও পূজা বন্দোপাধ্যায়। দীপিকা মা হওয়ার খবর সামনে আনার পরদিন পূজাও তার গর্ভধারণের বিষয়টি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

তবে অবাক করার বিষয় হলো, গর্ভধারণের বিষয়টি সামনে আনার ক্ষেত্রে দুজনই একই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা 'প্রেগন্যান্সি কিট' এর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করে সবাইকে জানান দেন।

কদিন আগে ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন দীপিকা। সেখানে অভিনেত্রীর মেয়ে দুয়ার হাতে 'প্রেগন্যান্সি কিট' দেখা যায়। মুহূর্তে এই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ভক্ত-অনুরাগীদের শুভেচ্ছায় ভরে ওঠে পোস্টের মন্তব্যের ঘর। অভিনেত্রী পরিনীতি চোপড়া, কিয়ারা আদভানিসহ বলিউডের আরও অনেকে দীপিকা-রাণবীরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অন্যদিকে পূজা বন্দোপাধ্যায়ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'প্রেগন্যান্সি কিট' হাতে ছবি দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেন। অভিনেত্রী জানান, সংসারে নতুন অতিথি আসার খবরে তার পরিবারের সবাই উচ্ছ্বসিত।

এদিকে দীপিকার মত পূজাও এখনো কাজ থেকে বিরতি নেননি। নিয়মিত শুটিং করে যাচ্ছেন। এর আগে ২০২০ সালের অক্টোবরে অভিনেত্রী পূজা ও কুণাল ভার্মার ঘরে আসে তাদের প্রথম সন্তান কৃষভ।

উল্লেখ্য, কলকাতায় একাধিক হিট সিনেমায় কাজ করেছেন পূজা। দেবের বিপরীতে 'চ্যালেঞ্জ ২' সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাকে আরও দেখা গেছে 'রকি', 'হইচই আনলিমিটেড'-এর মতো সিনেমায়। 'পাপ', 'ক্যাবারে' ওয়েব সিরিজেও দেখা গেছে এই অভিনেত্রীকে। পরে একটা সময় পাকাপাকি ভাবে মুম্বাই চলে যান। সেখানে জনপ্রিয় সব হিন্দি সিরিয়ালে কাজ করেছেন পূজা। তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতেও কাজ করেছেন তিনি।

গোপনে প্রেম করছেন মিমি, অঙ্কুশের কথায় নতুন ইঙ্গিত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর দাবি তার কোনো প্রেমিক নেই। যদিও এ সুন্দরী যতই মুখে এসব কথা বলুক, কটাক্ষের সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না বন্ধুরা। কারণ অভিনেতা-প্রযোজক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে বেশ সিরিয়াস প্রেম ছিল অভিনেত্রীর। আর তা ছিল ইন্ডাস্ট্রির ওপেন সিক্রেট। তবে ঠিক কী কারণে বিচ্ছেদ হয়েছিল, তা অবশ্য খোলাসা করেননি কেউ-ই।

একাংশের দাবি— রাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে শুভশ্রীর। ফলে দূরত্ব কমে আসে মিমির। মাঝে তুরস্কের লাইন প্রোডিউসার মিলি গুলহান কিজিলকায়ার সঙ্গে অভিনেত্রীর প্রেমের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। বিরসা দাশগুপ্তের 'গ্যাংস্টার' সিনেমার শুটিংয়ে গিয়ে ২০১৬ সালে আলাপ হয়। তুরস্কের বোদরুমে নুসরাত জাহানের বিয়েতেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাদের দুজনকে। দুজনে একসঙ্গে নাচও করেছিলেন। তবে সেটিও টেকেনি। সেই প্রেমিক নিয়ে বন্ধুরা যতই খোঁটা দিক, ৩৭ বছর বয়সে এসেও মিমি নিজেকে ব্যাচেলর বলেই দাবি করেন। তবে সবই এখন অতীত। বহু বছর ধরেই তিনি 'একা'। যদিও টালিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যায়, একা থাকার সময় শেষ, তার জীবনে পা রেখেছেন মনের মানুষ।

১৭ এপ্রিল সামাজিক মাধ্যমে একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করেন মিমি চক্রবর্তী। যা তোলা হয়েছে কোনো সি বিচের ধারে। দুই-চারটা সেলফি থাকলেও বেশিরভাগই অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়া। আর সেই ছবি শেয়ার করতেই অভিনেত্রীর বেস্ট ফ্রেন্ড অঙ্কুশ হাজরা কমেন্ট করে বসেন।

অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেতা, যা আমাদের আরও পাঁচজনের মনেও একই প্রশ্ন। অঙ্কুশ জানতে চেয়েছেন— 'তোর প্রতিটা সোলো ট্রিপে ছবিগুলো কে তুলে দেয়, এটা একটা বড় রহস্য।' যদিও মিমির তরফে সেই কমেন্টের কোনো জবাব আসেনি।

এর আগে ছবি তোলা নিয়ে এক কাণ্ড হয়েছিল। মাসখানেক আগে বেড়াতে যাওয়ার ছবি দিয়ে, ফটো কাটেসিতে দিয়েছিলেন একটা লাল হৃদয়ের ইমোজি। সেটি দেখেই মিমির কমেন্ট বক্সে সেই সময় পার্নো মিত্র লিখেছিলেন— 'ছবি সৌজন্যে লাল হৃদয়? হুমমমমম।' তবে জানা গেছে, মিমি চক্রবর্তীর প্রেমিক নাকি ইন্ডাস্ট্রির কেউ নন।

বোমা ফাটান আরেক অভিনেত্রী ঋতাভরীও। হইচইয়ের এক পডকাস্টে মজার আড্ডা চলছিল তার ও ইশা সাহার। সেখানেই ঋতাভরী জানতে চান— কাকে স্টক করেন ইশা, তাতে জবাব আসে 'মিমি'। এরপরই ঋতাভরী বলে ওঠেন— 'যদিও প্রেমটা করছে আমার বাবির সঙ্গেই। কী আর করব। হট মিমি চক্রবর্তী, ওই জন্য ক্ষমা করে দেওয়া গেল...'! এরপর এই 'বাবিটা' কে, তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব ভক্ত-অনুরাগীদের!

বিচ্ছেদের গুঞ্জন উড়িয়ে অভিষেক, 'ঐশ্বরিয়া আমার সোলমেট'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিন ধরে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের বিবাহিত সম্পর্ক নিয়ে চলা নানা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটালেন অভিষেক নিজেই। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্ত্রীকে নিজের 'সোলমেট' বা 'আত্মার বন্ধু' হিসেবে অভিহিত করে বিচ্ছেদের সব গুঞ্জনকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এই বলিউড অভিনেতা।

প্রখ্যাত সাংবাদিক সুভাষ কে ঝা-এর সঙ্গে আলাপকালে অভিনেতা তাদের দীর্ঘ যাত্রার স্মৃতিচারণ করেন। ঐশ্বরিয়ার প্রেমে পড়ার সময়কাল স্মরণ করে তিনি জানান, ২০০০ সালে 'ঢাই অক্ষর প্রেম কে' সিনেমার শুটিং সেটে প্রথম দেখা হলেও, জেপি দত্তের 'উমরাও জান' ছবির কাজ করার সময় তিনি ঐশ্বরিয়ার প্রতি ভালোবাসা অনুভব করেন।

অভিষেক বলেন, 'আমাদের অভিনীত গুরু সিনেমাটি মুক্তির কয়েক মাস পরই আমরা বিয়ে করি। পরিচালক মণিরত্নম আমাদের দুজনের কাছেই খুব বিশেষ একজন মানুষ। আমরা তাকে প্রিয় বন্ধু এবং গডফাদার মনে করি।'

স্ত্রীর প্রশংসা করে অভিষেক বলেন, 'অ্যাশ (ঐশ্বরিয়া) কেবল আমার মেয়ের মা-ই নন, তিনি আমার সোলমেট। আরাধ্যকে সঠিক মূল্যবোধ দিয়ে বড় করে তোলার পুরো কৃতিত্ব তার। আমাদের দাম্পত্য জীবনের ১৯টি বছর স্বপ্নের মতো কেটেছে। সামনে আমাদের বিয়ের ২০তম বার্ষিকী, যা নিয়ে আমার বড় পরিকল্পনা রয়েছে। তবে সেগুলো এখন প্রকাশ করছি না।'

হাস্যরসের ছলে অভিষেক সম্পর্কের একটি 'টিপস' প্রকাশ করে বলেন, 'প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে কোনো কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে অন্তত তিনবার সরি বলা উচিত।'

এদিকে ঐশ্বরিয়া রাইও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তাদের পারিবারিক উদযাপনের কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেছেন, যা তাদের মধ্যকার সুসম্পর্কেরই ইঙ্গিত দেয়।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরে বচ্চন পরিবারের অভ্যন্তরীণ কলহ এবং এই তারকা দম্পতির বিচ্ছেদ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক চর্চা চলছিল।

নিলামের ১৪ কোটি হেলায় বয়ে যায়নি! মুম্বই-নিধনের রাতে বুঝিয়ে দিলেন কার্তিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দাম ছিল ১৪.২ কোটি। প্রত্যাশাও ততটাই উঁচু। প্রথম কয়েক ম্যাচে এই বিনিয়োগের কোনও ফলাফল দেখা যায়নি। পাঁচ ম্যাচে মাত্র ৫৮ রান। সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করেছিল। উঠছিল প্রশ্ন, এই কি সেই ক্রিকেটার, যাঁর জন্য এত বড় দর হেঁকেছিল চেন্নাই? গতরাতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দুরন্ত ইনিংসে সমস্ত আশঙ্কা মুছে দিলেন কার্তিক শর্মা ।

চাপ ভুলে প্রত্যাবর্তন

চেন্নাইয়ের পরিকল্পনা ছিল পরিষ্কার। মাঝের ওভারে স্পিন সামলাতে পারে এমন একজন ব্যাটার দরকার। সেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় কার্তিকের হাতে। কাল যেমন তাঁকে চার নম্বরে নামানো হয়। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে জায়গা পান, অভিজ্ঞ সরফরাজ খানের বদলে।

এই সিদ্ধান্তই লড়াইয়ের টার্নিং পয়েন্ট। কার্তিক শুধু ক্রিজে টিকে থাকেননি, ইনিংস গড়েছেন ধীরে,

হিসেব কষে। চকচকে স্ট্রোকপ্লে নয়, বরং পরিস্থিতি বুঝে খেলাই ইনিংসের সার। ৪০ বলে ৫৪—সংখ্যার চোখে 'সাধারণ' মনে হতে পারে। কিন্তু ম্যাচের প্রেক্ষাপটে সেটাই নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে ।

উইকেট সহজ ছিল না। রানের গতি ধরে রাখা কঠিন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকি না নিয়ে ম্যাচকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন কার্তিক। শেষদিকে রিভার্স-স্কুপে ম্যাচ শেষ করা— আত্মবিশ্বাসের ইঙ্গিত এক শটে ঝলসে উঠেছে! কার্তিক বুঝিয়ে দিয়েছেন, বড় অঙ্কের ট্যাগ কাঁধে নিয়েও মাথা ঠান্ডা রেখে পারফর্ম করা সম্ভব !

দলের আস্থা, কোচের ব্যাখ্যা

চেন্নাই ম্যানেজমেন্ট অবশ্য শুরু থেকেই ভরসা রেখেছিল। কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং জানিয়ে দেন, নতুনদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা মানসিকতা। ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল হলেও আইপিএলের চাপ আলাদা। যা সামলে ওঠা আসল চ্যালেঞ্জ।

যদিও কার্তিকের ক্ষেত্রে শুরুটা কঠিন ছিল। দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। কিন্তু ফিরে এসে সুযোগটা নিখুঁতভাবে কাজে লাগালেন। ফ্লেমিংয়ের কথায়, প্রতিভা থাকলেই হয় না—স্থিরতা দরকার। এই ইনিংস তারই প্রমাণ।

শুরুর ইঙ্গিত, নাকি নতুন অধ্যায়?

এক পারফরম্যান্সে সবকিছু বোঝা না গেলেও অভিমুখের ধরন নিশ্চিতভাবে ঠাহর করা যায়। চেন্নাই ভবিষ্যতে তাঁকে আরও বড় দায়িত্ব দিতে পারে। চার নম্বর পজিশন আপাতত কার্তিকের জন্য খোলা। আইপিএলে ধারাবাহিকতা সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় এখনই 'পাশ' করেছেন তরুণ ব্যাটার—একথা বলা যাবে না। তবে এতদিনকার সংশয়ের যে প্রথম জোরালো জবাব পাওয়া গেল, তা নিশ্চিত ঘোষণার সময় এসে গিয়েছে।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন জার্মান তারকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দুই মাসও বাকি নেই। এমন সময় বড় ধাক্কা খেল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি। ইনজুরির কারণে দলের গুরুত্বপূর্ণ ফরোয়ার্ড সার্জ গেনাব্রি আসন্ন বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন না।

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ডান উরুর অ্যাডাক্টর পেশিতে গুরুতর চোট পেয়েছেন গেনাব্রি। পরে তিনি নিজেও ইনস্টাগ্রামে নিশ্চিত করেন যে ইনজুরির কারণে তার বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে।

৩০ বছর বয়সী এই বায়ার্ন মিউনিখ তারকা সম্প্রতি ক্লাবের হয়েও একটি ম্যাচ মিস করেছিলেন। ওই ম্যাচে জয়ের মাধ্যমে বায়ার্ন তাদের ১৩তম বুন্দেসলিগা শিরোপা নিশ্চিত করে। ক্লাব আগেই জানিয়েছিল, গেনাব্রি দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে পারেন।

এই চোটের কারণে তিনি চলতি মৌসুমের বাকি ম্যাচগুলোও খেলতে পারবেন না। এর মধ্যে রয়েছে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে পিএসজির বিপক্ষে দুই লেগ এবং ডিএফবি পোকাল সেমিফাইনালও।

গেনাব্রি বলেন, গত কয়েক দিন তার জন্য মানসিকভাবে খুব কঠিন ছিল এবং জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলার আশা আর পূরণ হচ্ছে না। তবে তিনি দূর থেকেই জার্মান দলকে সমর্থন দেবেন।

এই মৌসুমে ভালো ফর্মে থাকা এই ফরোয়ার্ড সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০ গোল ও ১১ অ্যাসিস্ট করেছেন। জার্মানির হয়ে এখন পর্যন্ত ৫৯ ম্যাচে তার গোল সংখ্যা ২৬। ২০২২ বিশ্বকাপে তিনি গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচে খেলেছিলেন এবং ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

ট্রাম্পের বিশেষ দূতের আজব প্রস্তাব, বিশ্বকাপে ইরানের বদলে ইতালি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবল বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর আগেই শুরু হয়ে গেছে রাজনীতির খেলা। এবার মাঠের বাইরে বড় একটা চাল দিল যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানের পরিবর্তে ইতালিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন বিশেষ দূত পাওলো জাম্পোলি। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের বরাত দিয়ে রয়টার্স ও আলজাজিরা এই খবর প্রকাশ করেছে।

জাম্পোলি বিষয়টি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর কাছে উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমি একজন ইতালীয় বংশোদ্ভূত। যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত বিশ্বকাপে আজ্জুরিদের অংশগ্রহণ দেখা আমার জন্য স্বপ্নের মতো। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইতালির সেই যোগ্যতা রয়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রাম্প ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ফিফা বলছে ইরান খেলবে, ইরানও বলছে প্রস্তুত

ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো ইতোমধ্যে জানিয়েছেন, ইরানের অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত এবং তারা বিশ্বকাপে খেলবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ইরানও একাধিকবার নিশ্চিত করেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য তারা পুরোপুরি প্রস্তুত। বিশ্বকাপে ইরানের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো সিয়াটল ও লস অ্যাঞ্জেলেসে নির্ধারিত। ম্যাচগুলো মেক্সিকোতে সরিয়ে নেওয়ার ইরানের অনুরোধ ইতোমধ্যে নাকচ করে দিয়েছে ফিফা।

১১ জুন থেকে শুরু, যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো কানাডায় বিশ্বকাপ

২০২৬ সালের ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ১১ জুন থেকে শুরু হয়ে টুর্নামেন্টের পর্দা নামবে ১৯ জুলাই।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR